german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by: giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

International Labour Organization

BILS

# ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ

# জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার

BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স

## ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ

# জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার


**বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স**

**Office: Razzak Villa (4th Floor), House # 8/A/KA, Road # 13 (New), Dhanmondi, Dhaka-1209, Tel.: +88 02 41020280, 02 41020281, 02 41020282, 02 41020283**

**E-mail: bils@citech.net, www.bilsbd.org**

জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)
এর সহায়তায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স কর্তৃক প্রকাশিত

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
**সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ**
নির্বাহী পরিচালক, বিল্‌স

সমন্বয়
**কোহিনূর মাহমুদ**
পরিচালক, বিল্‌স

প্রনয়ণে
**মোঃ আওরঙ্গজেব আকন্দ**
সহকারী অধ্যাপক, এমবিএসটিইউ

**প্রকাশকাল**
**এপ্রিল ২০২৫**

মুদ্রণ
**সারকো মিডিয়া এইড সার্ভিসেস**
১১৯ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনায়
**বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স**
Support for effective and inclusive Trade Unions in Bangladesh project

# সূচিপত্র


ভূমিকা ৪

রাষ্ট্রীয় আইনে ট্রেড ইউনিয়ন ৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৬

জাতীয় শ্রম নীতি ৭

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ ১০

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ১০

আন্তর্জাতিক আইন, নীতি ও ঘোষণায় ট্রেড ইউনিয়ন ১৫

কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকারসমূহ ১৯৯৮ ও ২০২২ সংস্করণ ১৫

সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন, ১৯৪৮ (নং ৮৭) ১৬

সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার কনভেনশন ১৯৪৯ (নং ৯৮) ১৭

গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ২০১১ (নং ১৮৯) ১৮

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮ ১৯

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬ ১৯

সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ১৯৯০ ২০

হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ২২

# ভূমিকা

'সংগঠনের স্বাধীনতা' বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি সাংবিধানিক অধিকার যা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। একজন শ্রমিক হিসেবে দেশের একজন নাগরিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার অধিকার ভোগ করবে সেটাই প্রত্যাশিত।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক গৃহীত 'সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন, ১৯৪৮ (নং ৮৭)' এবং 'সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার কনভেনশন ১৯৪৯ (নং ৯৮)'- এই দুইটি কনভেনশন শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত বিভিন্ন দলিলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'-এ ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই আইনটি দেশের সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় সিংহভাগ শ্রমিক এখনও আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। পাশাপাশি, তারা ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। অপরদিকে, ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ মোতাবেক শ্রমিকদের জন্য 'শ্রমিক কল্যাণ সমিতি' গঠন ও পরিচালনার সুযোগ রয়েছে যা বাহ্যিকভাবে সংগঠন হলেও প্রকৃতভাবে ট্রেড ইউনিয়নের সমতুল্য নয়।

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সাথে এডভোকেসি করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে দেশের সকল শ্রমিককে একটি অভিন্ন শ্রম আইনের সুরক্ষায় নিয়ে আসা এবং তাদেরকে ট্রেড ইউনিয়নের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য আমরা কাজ করছি। আমরা মনে করি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও সুযোগ কোথায় কোথায় রয়েছে তা আমাদের তরুণ নেতৃত্ব সহ সকল পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দেরই জানা থাকা জরুরি। এই প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে বিলস কর্তৃক 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার' শীর্ষক একটি শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে যা সকলেরই কাজ লাগবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

**নজরুল ইসলাম খান**
মহাসচিব

**মো: হাবিবুর রহমান সিরাজ**
চেয়ারম্যান

# জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার

শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং যৌথভাবে তাদের অধিকার ও দাবি উপস্থাপন করার অধিকার একটি মানবাধিকার, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় স্বীকৃত। এই শিক্ষা সহায়ক উপকরণে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নীতি ও চুক্তিগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় শ্রম নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি, কার্যপরিধি ও সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইএলও কনভেনশন ৮৭, ৯৮ ও ১৮৯, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৯০-এ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও সংগঠনের স্বাধীনতার স্বীকৃতি কিভাবে দেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এই শিক্ষা সহায়ক উপকরণটি ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের আইনি জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সংগঠন পরিচালনায় সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

## রাষ্ট্রীয় আইনে ট্রেড ইউনিয়ন

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধান হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। এটি শ্রমজীবী মানুষের আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা আছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন ব্যক্তি যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে সেগুলোর উল্লেখ আছে এই সংবিধানে। বাংলাদেশের কোনও নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তিনি আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারেন। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রীট পিটিশন করে আদালত থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়। নাগরিকের সংগঠন করার স্বাধীনতা এমনই একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ নাগরিকদের সংগঠন করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

> *"অনুচ্ছেদ ৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"*

দেশের সকল আইনকে এই সংবিধানের নির্দেশনার সাথে বিশেষ করে মৌলিক অধিকারসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। যদি দেখা যায় যে কোনও আইনে এমন কোনও বিধান রয়েছে যা সংবিধানের বর্ণিত কোনও বিষয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক, সেক্ষেত্রে যতটুকু বিষয় সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক হবে ততটুকু অংশ বাতিল বা অকার্যকর বলে গণ্য হয়। তাই বাংলাদেশে কোনও আইন বা বিধান যদি নাগরিকদের 'সংগঠনের স্বাধীনতা'র অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে তবে সেই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উচ্চ আদালতে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিকার চাইতে পারেন।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অনুচ্ছেদ যা ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কিতঃ**

অনুচ্ছেদ ১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিকের- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

অনুচ্ছেদ ১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুন ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা কিংবা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১৯। সুযোগের সমতা। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষমবণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২০। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম। কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে এবং প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৪। জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ। (১) সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোন কারণে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে জানতে হবে যে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে তার সংগঠন করার অধিকার রয়েছে, তেমনি শ্রমিক হিসেবে রয়েছে তার ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার।

**জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২**

জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২ হচ্ছে এমন একটি দলিল যা বাংলাদেশের শ্রম সেক্টরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিভিন্ন ইস্যু ও বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এবং এতদবিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করে। শ্রমনীতির লক্ষ্য হলো দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রম নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা। শোভন কর্মক্ষেত্রের অন্যতম শর্ত হলো শ্রমিকের 'প্রতিনিধিত্ব'। এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হয় সংগঠনের। কেননা সংগঠনই হলো একমাত্র ব্যবস্থা যা সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারে। শ্রম নীতির ভাষ্য মতে, 'শ্রমিকের শ্রম মানব সভ্যতার জনক-এ মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে সরকার শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ'। এক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমেই আসে তার সংগঠন করার অধিকার ও সুযোগের বিষয়টি।

**শ্রম নীতিতে শ্রমিকদের সংগঠন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:**

**'১৩.০০. শিল্প সম্পর্ক, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি**

**১৩.০১. ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ ঃ**

শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকারসমূহ রক্ষা এবং আয়বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সুষ্থ ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের সংবিধান, শ্রম আইন ও আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি কার্যক্রম (গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ) কে উৎসাহিত করতে সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।'

বিরোধ নিষ্পত্তি ও ত্রিপক্ষীয়তার ক্ষেত্রে শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২-এ এ বিষয়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে:

**১৫.০০. বিরোধ নিষ্পত্তি:**

০১. সরকারের প্রচেষ্টা থাকবে যাতে শিল্পবিরোধ উদ্ভব না হয় এমন পরিবেশ বজায় রাখা এবং সে লক্ষ্যে সংশিষ্ট সকল পক্ষের আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা। কোথাও শিল্পবিরোধের উদ্ভব হলে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যৌথ আলোচনা, আপোষ-মীমাংসা এবং বিচার ব্যবস্থাসহ, নিষ্পত্তির সকল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার অসৎ শ্রম আচরণকে নিরুৎসাহিত এবং দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সালিশী কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করবে।

০২. বিচার প্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসের জন্য শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট থাকবে।

১৬.০০. ত্রিপক্ষীয়তা (সরকার, মালিক ও শ্রমিক) ঃ

এ শ্রমনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা স্বীকৃত ত্রিপক্ষীয়তা (Tripartism)। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত সনদের অনুস্বাক্ষরকারী তাই সরকার শ্রম সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় নীতিমালার শর্ত সমুন্নত রাখবে।

১.০৩. আন্তর্জাতিক শ্রমমান, অন্যান্য সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ঃ

সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আইএলও সনদ, আন্তর্জাতিক শ্রমমানসমূহ এবং এ সম্পর্কিত ঘোষণাসমূহের প্রতি সম্মান দেখাতে অঙ্গীকারবদ্ধ বিধায় শ্রমজীবী মানুষের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত মর্যাদা এবং অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে সরকার সচেষ্ট থাকবে।

শ্রম নীতিতে আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে "কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার" শীর্ষক যে নীতিমালা ঘোষণা করে সেখানে পাঁচটি নীতি বা বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যার মধ্যে অন্যতম হলো 'সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার'। এসব নীতি বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়। নিম্নে শ্রম নীতির এতদসংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা হলো:

২.০০. বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রেক্ষিতে শ্রম ও শিল্পে পরিবর্তন ঃ

একুশ শতকের বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিদ্যমান। আশির দশক থেকে এ দেশের শিল্পখাতে উদারিকরণ নীতি অনুসৃত হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বেসরকারিকরণ, দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহের বাধ্যবাধকতার কারণে শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে "কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার" শীর্ষক নিম্নোক্ত নীতিমালা ঘোষণা করে ঃ

১. সকল প্রকার বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপ;

২. কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন;

৩. সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার;

৪. শিশুশ্রমের কার্যকর বিলোপ সাধন; এবং

৫. শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও বাস্তবতার আলোকে উপর্যুক্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২-এ শোভন কাজ বাস্তবায়নে মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শোভন কাজ বাস্তবায়ন করতে হলে সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন হবে অন্যতম পক্ষ। এ বিষয়ে শ্রমনীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা হলো:

**৬.০০. শোভন কাজ ঃ**

সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আইএলও'র শোভন কাজ কর্মসূচির সক্রিয় সমর্থক ও অংশীদার হওয়ায় কর্মক্ষম সকল নারী ও পুরুষের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবে।

বাংলাদেশ আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের অংশ-গ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে চলমান শোভন কাজের মানদন্ডসমূহকে জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে এবং

১. চমৎকার কর্মপরিবেশের সফল উদাহরণসমূহ সকলের কাছে তুলে ধরবে;

২. শোভন কাজের উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক (ব্যাংক ঋণ, সুদ ও করের হার হ্রাস) পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৩. স্বীকৃতি প্রদান করবে;

৪. আমদানি সহজিকরণে শোভন কাজের মানদন্ডকে শর্তাধীন করবে।

শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের জন্য যে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয় সেখানে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শ্রম নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

**৭.০০. ন্যায্য মজুরি ঃ**

সরকার শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য মানসম্মত জীবন ধারণ উপযোগী ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যার মধ্যে অন্যতম হবে ঃ

১. নিম্নতম মজুরির মানদন্ড নির্ধারণ;

২. দ্রব্য মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়মিত মজুরি পর্যালোচনা ও পুনঃনির্ধারণ;

৩. শ্রমিকের দক্ষতা ও কাজের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন স্তরের মজুরি নির্ধারণ; এবং

৪. নারী-পুরুষ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে মজুরির বৈষম্য নিরসনসহ বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ন্যায্য মজুরি ও মজুরির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে এবং শ্রমিক সমাজকে কাজে আত্মনিয়োগে ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবে।

শ্রম আইন সংস্কারের জন্য সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে সে অনুযায়ী সরকার যে ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করে সেখানে অন্যতম অংশ হলো ট্রেড ইউনিয়ন। আইন সংস্কার বিষয়ে শ্রম নীতির অনুচ্ছেদটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২৪.০০. শ্রম বিষয়ক আইনের সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ ঃ

সরকার এ নীতির আলোকে শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পাশাপাশি শ্রম বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইন ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিধি-বিধানকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হয়।

## জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩

শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়নে প্রণীত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩-এর অন্যতম স্টেকহোল্ডার হলো ট্রেড ইউনিয়ন। নীতিমালায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমন- সরকার, মালিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৪)।

নীতিমালার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়ন। এ বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পৃক্ততার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতসংক্রান্ত কাজে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা, শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও সহায়তা করা, পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণ এবং সর্বোপরি নীতিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের উপর নির্ভর করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে একটি সেইফটি ইউনিট গড়ে তোলা যার দায়িত্ব হবে সরকার ও নিয়োগকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আইন মেনে চলার প্রতি ইউনিয়নের সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা {অনুচ্ছেদ ৪(গ)}।

সার্বিকভাবে দেখা যে, বাংলাদেশের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়ন ও নিশ্চিত করতে হলে সারাদেশে সকল কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সকল বাধা অপসারণ করে শ্রমিকদেরকে সহজে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের পরিসর যত বাড়বে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রও ততটা বাড়বে।

## বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার তথা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ বিস্তারিত বিধিবিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। তবে এই আইনটি যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েই সর্বাধিক প্রয়োগযোগ্য তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সিংহভাগ শ্রমিকই এই আইনের বহির্ভুত রয়ে গেছে। যে সকল শ্রমিক শ্রম আইনের আওতাভুক্ত রয়েছে তাদের সকলেই যে সহজে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার

ভোগ করতে পারেন এমন নয়। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকগণ অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ভোগ করার অধিকারী হলেও শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে সংখ্যাসীমা আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য মোট শ্রমিকের ২০ শতাংশ এবং প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্র ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন প্রয়োজন হয়। আবার, কোন্ কোন্ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকের সংজ্ঞা থেকে প্রকৃত অনেক শ্রমিক বাদ পড়ে যাওয়ায় প্রকৃত শ্রমিকদের একটি বড় অংশই একাধারে এই আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত, অপরদিকে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ভোগ থেকেও বঞ্চিত।

**ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু বিধিবিধান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২-এ ট্রেড ইউনিয়ন ও এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

**ধারা ২ঃ সংজ্ঞাসমূহ**

(৩) কোনও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে, "কর্মকর্তা" অর্থ উহার নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য, কিন্তু কোনও নিরীক্ষক বা আইন উপদেষ্টা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

(১৫) "ট্রেড ইউনিয়ন" অর্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন গঠিত ও রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিকগণের বা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন, এবং কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন" অর্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন রেজিস্ট্রিকৃত কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন;

(২৪) কোনও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে, "নির্বাহী কমিটি" অর্থ এমন কোনও এক দল লোক, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহার উপর ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী উহার ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত আছে;

(৫২) "যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি" (ঈইঅ) অর্থ কোনও প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের এমন কোনও ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে যৌথ দর কষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি;

(৫৫) "রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন" অর্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন রেজিস্ট্রিকৃত কোনও ট্রেড ইউনিয়ন।

**বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মোতাবেক কোন্ কোন্ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন?**

কোন্ কোন্ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবে এ বিষয়ে শ্রম আইনের ধারা ১৭৫ এ বর্ণিত 'শ্রমিকের বিশেষ সংজ্ঞা'য় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপঃ

ধারা ১৭৫। শ্রমিকের বিশেষ সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোনও কিছু না থাকিলে এই অধ্যায়ে 'শ্রমিক' অর্থ ধারা ২(৬৫) এ সংজ্ঞায়িত কোনও শ্রমিক, এবং এই অধ্যায়ের অধীন শিল্প বিরোধ সম্পর্কে কোনও কার্যধারার প্রয়োজনে, উক্ত বিরোধের সূত্রে অথবা বিরোধের ফলে লে-অফকৃত, ছাঁটাইকৃত, ডিসচার্জকৃত বা বরখাস্তকৃত অথবা অন্যভাবে চাকুরী হইতে অপসারিত কোনও শ্রমিক অথবা যাহার লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত বা অপসারণ হইতে উক্ত বিরোধ উত্থিত হইয়াছে এরূপ কোনও শ্রমিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন; কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠানের পাহারা টহলদারী অথবা নিরাপত্তা স্টাফ, অগ্নি-নির্বাপক স্টাফের কোনও সদস্য এবং গোপনীয় সহকারী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

ধারা ১৭৫-এ ধারা ২(৬৫)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য ধারা ২(৬৫)ও নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ধারা ২(৬৫) "শ্রমিক" অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তাহার চাকুরীর শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, এর মাধ্যমে মজুরী বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরাণীগিরীর কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানতঃ প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপন-ামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন। এ বিষয়ে শ্রম আইনে তালিকাও দেওয়া হয়েছে। কাকে শ্রমিক বলা হবে এই আলোচনায় কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ধারা ২(৭) এবং ২(৬১) নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ধারা ২(৭) "কারখানা" অর্থ এমন কোনও ঘর-বাড়ী বা আঙ্গিনা যেখানে বৎসরে কোনও দিন সাধারণতঃ পাঁচ জন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত থাকেন এবং উহার যে কোনও অংশে কোনও উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকে, কিন্তু কোনও খনি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

ধারা ২(৬১) "শিল্প প্রতিষ্ঠান" অর্থ কোনও কর্মশালা, উৎপাদন প্রক্রিয়া অথবা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান যেখানে কোনও বস্তু প্রস্তুত হয়, অভিযোজিত হয়, প্রক্রিয়াজাত করা হয় অথবা উৎপন্ন হয়, অথবা যেখানে ব্যবহার, পরিবহন, বিক্রয়, চালান অথবা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে কোনও বস্তু বা পদার্থের তৈরী, পরিবর্তন, মেরামত, অলংকরণ, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতকরণ অথবা গাঁট বা মোড়কবন্দীকরণ অথবা অন্য কোনোভাবে নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আরোপ করার কোনও কাজ পরিচালিত হয়, অথবা এমন অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান যাহা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করে।

**ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া**

শ্রম আইনের ধারা ১৭৬ এ শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি উল্লেখ করা হলো:

ধারা ১৭৬। মালিক ও শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন।- এই অধ্যায়ের বিধান সাপেক্ষে-

(ক) মুখ্যতঃ শ্রমিক এবং মালিকের সম্পর্ক, অথবা শ্রমিক এবং শ্রমিকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কোনও পার্থক্য ছাড়াই সকল শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সাপেক্ষে তাহাদের নিজস্ব পছন্দের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার থাকিবে;

(গ) শ্রমিকগণের এবং মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশন গঠন করার এবং উহাতে যোগদান করার অধিকার থাকিবে, এবং উক্তরূপ কোনও ইউনিয়ন বা ফেডারেশন এর শ্রমিক অথবা মালিক-গণের সংগঠনের কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কনফেডারেশনের সহিত সম্বন্ধীকরণের অধিকার থাকিবে; এবং

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়নসমূহের এবং মালিকদের সমিতিসমূহের নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও বিধিমালা প্রণয়নের,

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজস্ব প্রতিনিধিদের নির্বাচনের, সমিতির প্রশাসন ও কর্মতৎপরতা, সংগঠনের এবং কর্মসূচী প্রণয়নের অধিকার থাকিবে;

(ঙ) যে প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রম শক্তি বা সদস্যের শতকরা ২০ ভাগ মহিলা থাকিলে সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটিতে ন্যূনতম ১০% মহিলা সদস্য থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন দ্বারা যে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন হইবে সেই ইউনিয়ন এই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

**ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান:**

- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য উহার সভাপতি এবং সম্পাদকের স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট এলাকার রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস এর নিকট দরখাস্ত করতে হয়। (ধারা ১৭৭)
- দরখাস্তের সাথে নির্ধারিত কিছু কাগজপত্র দাখিল করতে হয় যা ধারা ১৭৮ এ বর্ণিত আছে।
- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু শর্ত পূরণ করতে হয় যা ধারা ১৭৯ এ বর্ণিত আছে।
- মহাপরিচালক সন্তুষ্ট হলে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির পঞ্চান্ন দিনের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিস্ট্রিকরণ-প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।
- নিবন্ধন প্রত্যাখ্যাত হলে আবেদনকারী শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আপীল করতে পারবে।
- শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আদালতের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আপীল আদালতে আপীল দায়ের করতে পারবেন।
- রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সরকার মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন করবে।
- প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণ বিষয়ে ধারা ১৮৩ এ বিধানাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত পেশার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। (ধারা ১৮৪)
- বাংলাদেশী নাবিকগণ তাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন। (ধারা ১৮৫)
- চট্টগ্রাম বন্দর কতৃর্পক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণ বিষয়ে ধারা ১৮৫ক এ বিধানাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- রেজিস্ট্রিকরণের দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে শ্রমিকদের চাকুরীর শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকিবে। শ্রম আইনের ধারা ২৬ এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনও মালিক উক্তরূপ কোনও দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য- এরূপ কোনও শ্রমিকের চাকুরী উক্ত ধারার অধীন অবসান করতে পারবেন না। (ধারা ১৮৬)
- মহাপরিচালক ধারা ১৮২ এর অধীন কোনও ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করার পর বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিস্ট্রিকরণের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন। (ধারা ১৮৯)

- মহাপরিচালক বিভিন্ন কারণে কোনও ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রি বাতিল করতে পারবেন। (ধারা ১৯০)
- ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রি বাতিলের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ট্রেড ইউনিয়ন ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে। (ধারা ১৯১)
- শ্রমিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া চলাকালে অথবা রেজিস্ট্রেশন দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে অথবা রেজিস্ট্রেশনের পরে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকুরির শর্তাবলি লঙ্ঘন এবং কর্মস্থলে প্রতিশোধমূলক (retaliation) কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিলে এটি উক্ত মালিকের পক্ষে এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন বলে বিবেচিত হবে। (ধারা ১৯৬ক)
- ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে ধারা ১৮০-এ বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে রেজিস্ট্রার বা বই সংরক্ষণ করবে (ধারা ১৮১)
- গঠনতন্ত্র এবং নির্বাহী কমিটির কতিপয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারকে অবহিত করতে হবে। (ধারা ১৮৮)
- রেজিস্ট্রিকরণ ব্যতীত কোনও ট্রেড ইউনিয়নের কাজ চালানো নিষিদ্ধ মর্মে ধারা ১৯২ এ বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে।
- একই সময়ে কোনও মালিক অথবা কোনও শ্রমিক একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে বা থাকতে পারবেন না। (ধারা ১৯৩)
- কোনও ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কোনও কর্মকর্তাকে তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বদলী করা যাবে না। (ধারা ১৮৭)
- ট্রেড ইউনিয়ন করায় শ্রমিকের প্রতি মালিকের অসৎ শ্রম আচরণের প্রতিকার রয়েছে। (ধারা ১৯৫)
- শ্রমিক অসৎ শ্রম আচরণ থেকে দূরে থাকবেন। (ধারা ১৯৬)
- কোনও ট্রেড ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণিত হয়নি এরূপ কোনও কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারবে না। (ধারা ৩৪৯)
- কর্মস্থলে সেইফটি কমিটি গঠন, শ্রমিকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি, সেক্টরাল পর্যায়ের মজুরি নির্ধারণের জন্য গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ড, জাতীয় ও সেক্টরাল পর্যায়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ ইত্যাদি ফোরামে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

সকল শ্রমিককে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই অর্জিত হবে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সাংবিধানিক অধিকার।

## আন্তর্জাতিক আইন, নীতি ও ঘোষণায় ট্রেড ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমমানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমমান হলো শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার। সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো সেক্টরেই শ্রমিক কাজ করুক না কেন তার সংগঠন করার অর্থাৎ ইউনিয়ন করার অধিকার থাকবে। উল্লেখ্য, এই অধিকার শুধু শ্রমিকের নয়, মালিকদেরও তাদের নিজেদের সংগঠন করা ও তাদের সংগঠনসমূহে যোগদানের অধিকার রয়েছে। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারটি কয়েকটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যেমন- স্বেচ্ছাসেবিতা, স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসন ও গণতন্ত্র। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইউনিয়নের সদস্যদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা এবং সাংগঠনিক উপায়ে নিজেদের শক্তি ও প্রচারণা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও জাতিসংঘের বিভিন্ন দলিলে অর্থাৎ, বিভিন্ন কনভেনশন, রিকমেন্ডেশন, চুক্তি ইত্যাদিতে শ্রমিকদের অধিকার ও সংগঠন করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। শ্রমিকদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৬৬ সালে গৃহীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক গৃহীত মৌলিক কনভেনশন যথা- সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন, ১৯৪৮ (নং ৮৭) এবং সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার কনভেনশন ১৯৪৯ (নং ৯৮), গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ২০১০ (নং ১৮৯) এবং সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ১৯৯০ ইত্যাদি দলিলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

আইএলও কনভেনশনসমূহ গৃহীত হয় আইএলও'র তিন পক্ষ যথা- সরকার, মালিক বা নিয়োগকারী ও শ্রমিক সবার সম্মতিক্রমে। এসব দলিলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি আন্তর্জাতিক শ্রমমান হিসেবে স্বীকৃত এবং এগুলো আইনী দলিল হিসেবে কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশ আইএলও'র একটি সদস্য রাষ্ট্র। আইএলও'র কোর বা মৌলিক কনভেনশন রয়েছে আটটি। এর মধ্যে কনভেনশন নং ৮৭ ও ৯৮ হলো ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদান এবং যৌথ দরকষাকষি সংক্রান্ত। বাংলাদেশ এই দুইটি কনভেনশনই অনুসমর্থন করেছে। কোনো কনভেনশন অনুসমর্থনের অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্র অনুসমর্থিত কনভেনশনের আলোকে স্ব স্ব রাষ্ট্রে এতদসংক্রান্ত আইনকানুন তৈরি করবে এবং এসব বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময় পর পর আইএলও'র নিকট দাখিল করবে। আবার, অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র যদি কনভেনশনে বর্ণিত বিষয়াদি লঙ্ঘন করে সেক্ষেত্রে আইএলও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

## কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকারসমূহ ১৯৯৮ ও ২০২২ সংস্করণ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work-শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল। এই ঘোষণাটি বিশেষভাবে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং তা প্রচার ও সুরক্ষায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অঙ্গীকার নিশ্চিত করে। এটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ

দরকষাকষির অধিকারকে বৈধতা ও জোরালো নৈতিক ভিত্তি দেয়, যা সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ গঠনে সহায়ক।

কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকারসমূহ;

১. সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার

☛ শ্রমিকরা নিজ নিজ সংগঠন গঠনের ও নিজস্ব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিয়োগকর্তার সঙ্গে দরকষাকষির অধিকার ভোগ করবে।

২. জবরদস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের সকল রূপ বিলুপ্তি করা

☛ শ্রমিককে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক/জবরদস্তিমূলক শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না।

৩. শিশু শ্রমের কার্যকর বিলুপ্তি

☛ শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিকাশ নিশ্চিত করতে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা।

৪. চাকরি ও পেশাগত জীবনে বৈষম্য নির্মূল

☛ লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা বা অন্য যেকোনো ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য বন্ধ করতে হবে।

৫. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ

☛ কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা

ঘোষণা অনুযায়ী সকল সদস্য রাষ্ট্র, এমনকি সংশ্লিষ্ট কনভেনশনগুলো অনুসমর্থন না করলেও, শুধুমাত্র আইএলও সদস্য হওয়ার কারণেড় এই ঘোষণার মূল অঙ্গীকার মেনে চলতে বাধ্য থাকে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই এই অধিকারগুলো সম্মান ও উন্নত করতে হয়। এই অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত ফলো-আপ বা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়, যাতে করে দেখা হয়ড়প্রত্যেক দেশ কতটুকু অগ্রগতি করছে এবং কোথায় উন্নতির প্রয়োজন আছে।

শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার খর্ব করলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কমিটি অন ফ্রিডম অব অ্যাসোসিয়েশন এর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করা যায়। এই কমিটি সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ যাচাই করে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ আইএলও গভর্নিং বডিতে জমা দেয়। এই কমিটি শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠন গঠন এবং তাদের অধিকার রক্ষার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে, এবং প্রমাণিত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ প্রদান করে।

**সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৪৮ (নং ৮৭)**

এই কনভেনশনটি আইএলও'র একটি কোর বা মৌলিক কনভেনশন। এই কনভেনশনের ২ নং অনুচ্ছেদে সংগঠিত হওয়ার অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে, যথা:

> অনুচ্ছেদ ২: কোনও পার্থক্য নির্বিশেষে, শ্রমিক ও মালিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকবে এবং কেবল সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিধি সাপেক্ষে, পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে তাদের পছন্দমত কোনও সংগঠনে তারা যোগদান করতে পারবে।

অত্র অনভেনশনে সংগঠন করার অধিকারের সাথে অবিচ্ছেদ্য কিছু বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যথা:

- সংগঠনের সংবিধান ও বিধি প্রণয়ন, নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন, কার্যক্রম পরিচালনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সদস্যদের স্বাধীনতা থাকবে। সরকার এই অধিকার খর্ব করবে না।

অনুচ্ছেদ ৩: (১) শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠনসমূহের সংবিধান ও বিধি প্রণয়ন, পূর্ণ স্বাধীনতায় প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা এবং কর্মসূচী প্রণয়ন করার স্বাধীনতা থাকবে।

(২) সরকারি কর্তৃপক্ষ এই অধিকার খর্ব কিংবা তার আইনসঙ্গত ব্যবহার ব্যাহত করা থেকে বিরত থাকবে।

- প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন অবলুপ্ত বা স্থগিত করবে না।

অনুচ্ছেদ ৪: প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠনসমূহ অবলুপ্ত কিংবা স্থগিত করতে বাধ্য করা যাবে না।

- ফেডারেশন ও কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহে যোগদানের স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ ৫: ফেডারেশন ও কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা ও তাতে যোগদান করার অধিকার শ্রমিক ও মালিক সংগঠনসমূহের থাকবে এবং এরূপ সংগঠন, ফেডারেশন কিংবা কনফেডারেশনের শ্রমিক ও মালিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার থাকবে।

- রাষ্ট্রীয় আইন কনভেনশনে প্রদত্ত নিশ্চয়তাসমূহকে ব্যাহত করবে না।

অনুচ্ছেদ ৮: (১) এই কনভেনশনে প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক এবং তাদের নিজ নিজ সংগঠনসমূহ অন্যান্য ব্যক্তি কিংবা সংগঠিত জোটের মতোই দেশের আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

(২) দেশের আইন এমনভাবে প্রণীত বা প্রয়োগ হবে না যাতে এই কনভেনশনে প্রদত্ত নিশ্চয়তাসমূহ ব্যাহত হয়।

- 'সংগঠন' শব্দের ব্যাখ্যা।

অনুচ্ছেদ ১০: এই কনভেনশনে "সংগঠন" শব্দে শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ উন্নয়ন ও রক্ষার জন্য যেকোনো শ্রমিক কিংবা মালিকের সংগঠন বুঝাবে।

- সংগঠনের অধিকার বাস্তবায়নে আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্রের করণীয়।

অনুচ্ছেদ ১১: এই কনভেনশন বলবৎকারী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র শ্রমিক ও মালিকের সংগঠনের অধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করার সকল প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯৪৯ (নং ৯৮)**

এই কনভেনশনটি আইএলও'র একটি কোর বা মৌলিক কনভেনশন। এই কনভেনশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ইউনিয়ন করার কারণে শ্রমিকদের সাথে বৈষম্য করা যাবে না। শ্রমিক নিয়োগের শর্ত এমনভাবে হবে যেন শ্রমিক ইউনিয়ন করতে পারেন। ইউনিয়নের কর্মসূচিতে শ্রমিক বাধাহীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ১: (১) শ্রমিকেরা তাদের চাকুরির বিষয়ে ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্যমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ভোগ করবে।

(২) এরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে, বিশেষরূপে গৃহীত কার্যকলাপে, যাতে-

(ক) শ্রমিকের নিয়োগ এমন শর্তাধীনে হবে যে, তিনি যেকোনো ইউনিয়নে যোগদান করতে পারবেন কিংবা ইউনিয়নের সদস্য পদ ছেড়ে দিতে পারবেন;

(খ) ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার কারণে কিংবা কাজের সময়ের বাইরে কিংবা মালিকের অনুমতি নিয়ে কাজের সময়ের মধ্যে ইউনিয়নের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার কারণে শ্রমিকের বরখাস্ত বা অন্যভাবে ক্ষতি না হয়।

- ইউনিয়নের কাজে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ২: (১) শ্রমিক ও মালিকের সংগঠনসমূহ তাদের প্রতিষ্ঠান, কার্যক্রম কিংবা প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরস্পরের, কিংবা পরস্পরের এজেন্টদের অথবা সদস্যদের হস্তক্ষেপমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ভোগ করবে।

(২) বিশেষত: মালিক কিংবা তাদের সংগঠনের কর্তৃত্বাধীনে শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা কিংবা মালিক বা মালিক সংগঠনের কর্তৃত্বাধীনে এরূপ সংগঠনকে আনার লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনকে আর্থিক কিংবা অন্য উপায়ে সাহায্য করা সম্পর্কিত কোনও কার্যকলাপ এই অনুচ্ছেদের মর্মানুসারে হস্তক্ষেপমূলক কার্যকলাপ হিসেবে পরিগণিত হবে।

- সদস্য রাষ্ট্র শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারের জন্য সহায়ক কর্মব্যবস্থা তৈরি করবে।

অনুচ্ছেদ ৩: যেখানে প্রয়োজন, উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে বর্ণিত সংগঠন করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্মব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- যৌথ দরকষাকষির প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪: যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে চাকুরির শর্তাবলী ও অবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মালিক কিংবা মালিকের সংগঠন এবং শ্রমিকের সংগঠনের মধ্যে স্বত:স্ফুর্ত সমঝোতার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার উৎসাহিত করতে, যেখানে প্রয়োজন, জাতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

## গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ২০১১ (নং ১৮৯)

২০১১ সালে গৃহীত গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (নং ১৮৯) গৃহশ্রমিকদের সংগঠন করার স্বীকৃতি প্রদান করে। এই কনভেনশনের ৩ নং অনুচ্ছেদে কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার হিসেবে গৃহশ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি গৃহশ্রমিকদের সংগঠন, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন গঠন এবং এসবে যোগদান করার অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

**গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত কনভেনশনের মূল বিষয়বস্তু নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

অনুচ্ছেদ ৩ঃ

৩। গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা, এবং সংগঠনের বিধান অনুযায়ী সংগঠন, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যোগদান করার অধিকার সুরক্ষিত করবে।

পাশাপাশি ১৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচন-াক্রমে এই কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮ঃ**

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে শ্রমিকের অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঘোষণার ২৩ ও ২৪ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকারসহ কর্মক্ষেত্রের অন্যান্য অধিকারের বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ২৩ঃ কাজের অধিকারঃ**

- প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরী নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, এমন ন্যায্য ও অনুকুল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সংগে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ২৪ঃ বিশ্রামের অধিকারঃ**

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কাজের সময় যুক্তিসংগত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত

**অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬**

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখে এই চুক্তিটি গৃহীত হয়। এই দলিলটির ৮ নং অনুচ্ছেদে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই চুক্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান, জাতীয় ফেডারেশন তৈরি ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান, স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা, ধর্মঘট সংক্রান্ত অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে সুনির্দিষ্টভাবে ৮ নং অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা হলো:

**অনুচ্ছেদ ৮**

**১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করছে:**

(ক) প্রত্যেকের নিজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিধি সাপেক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং তার পছন্দের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার। আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে বা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত এই অধিকার প্রয়োগের উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না;

(খ) জাতীয় ফেডারেশন বা কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থা গঠন বা যোগদানের অধিকার;

(গ) আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে বা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবাধে কাজ করার অধিকার;

(ঘ) ধর্মঘট করার অধিকার, শর্ত থাকে যে এটি সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করা হয়।

**শ্রমিকদের অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:**

অনুচ্ছেদ ৩: নারী-পুরুষের সমান অধিকার: চুক্তিতে বর্ণিত সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৬: জীবনধারণের উদ্দেশ্য কাজ প্রাপ্তির অধিকার: প্রত্যেকের জীবিকা অর্জনের জন্য কর্ম নির্বাচন বা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে এবং রাষ্ট্র উক্ত অধিকারের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৭: এই অনুচ্ছেদে ন্যায্য মজুরি, সমান কাজে সমান মজুরি, শোভন জীবনযাপন, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ, বিশ্রাম ও সবেতনে ছুটি সংক্রান্ত অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

**সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ১৯৯০**

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে এই কনভেনশনটি গৃহীত হয়। এই কনভেনশনে অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কনভেনশনটির ২৬ ও ৪০ নং অনুচ্ছেদে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার থাকবে।

**অনুচ্ছে ২৬:**

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিম্নবর্ণিত অধিকারসমূহকে

স্বীকৃতি দিচ্ছে: (ক) শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিধি সাপেক্ষে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্য কোনও সমিতির সভা ও কার্যক্রমে অংশ নেওয়া;

(খ) শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়মাবলী সাপেক্ষে, উল্লিখিত যেকোনো ট্রেড ইউনিয়ন এবং এই জাতীয় যেকোনো সমিতিতে অবাধে যোগদান করা;

(গ) যেকোনো ট্রেড ইউনিয়ন এবং উপরোক্ত যেকোনো এসোসিয়েশনের সাহায্য ও সহায়তা চাওয়া।

২. আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং জাতীয় নিরাপত্তা, পাবলিক অর্ডার (অর্ডার পাবলিক) বা অন্যদের মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষার স্বার্থে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত এই অধিকারগুলির প্রয়োগের উপর কোনও বিধিনিষেধ রাখা যাবে না।

- অভিবাসনকৃত রাষ্ট্রে শ্রমিকদের সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার থাকবে।

**অনুচ্ছেদ ৪০:**

১. অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য স্বার্থের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য অভিবাসনকৃত রাষ্ট্রে সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার থাকবে।

২. আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং জাতীয় নিরাপত্তা, পাবলিক অর্ডার (অর্ডার পাবলিক) বা অন্যদের মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষার স্বার্থে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত এই অধিকারগুলির প্রয়োগের উপর কোনও বিধিনিষেধ রাখা যাবে না।

পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যগণের বিভিন্ন অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ৭:**

লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম বা বিশ্বাস, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতামত, জাতীয়, নৃ-তাত্ত্বিক বা সামাজিক উৎপত্তি, জাতীয়তা, বয়স, আর্থিক অবস্থান, সম্পত্তি, বৈবাহিক অবস্থা, জন্ম বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে বৈষম্যহীনভাবে অধিকার ভোগের সুযোগ।

অনুচ্ছেদ ৮: নিজ দেশ সহ অন্যান্য দেশে যাওয়ার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ৯: বেঁচে থাকার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১০: নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচরণ বা শাস্তি থেকে সুরক্ষার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১১: দাসত্বমূলক শ্রম, বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে সুরক্ষার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১৩: স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার।

**অনুচ্ছেদ ২৫:**

*মজুরি, বিশ্রাম, কর্মঘন্টা, ছুটি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, চাকুরির অবসান ও কাজের অন্যান্য শর্ত সম্পর্কিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড প্রাপ্তির অধিকার।*

**জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশনা (UNGPs)**

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই শ্রমিকদের মানবাধিকার, যার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার অন্তর্ভুক্ত, রক্ষা করতে কার্যকর আইন ও নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর "Protect, Respect and Remedy" কাঠামোর ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কোম্পানির সরবরাহ চেইনের মধ্যে শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘন হলে, সেটি প্রতিরোধ করা এবং সংশোধন করা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে বাধা দিলে তা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।

**জাতিসংঘ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট** (UN Global Compact)

- নীতিমালা ৩: শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির স্বীকৃতি নিশ্চিত করে।

**বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য ওএইসিডি নির্দেশিকা (OECD Guidelines) এর "Employment and Industrial Relations" অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে-**

- শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার রক্ষা করতে হবে।
- HRDD-এর অংশ হিসেবে কোম্পানিকে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি চিহ্নিত করতে ও তার প্রতিকার করতে বলা হয়েছে।
- ন্যাশনাল কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট (NCP) এর মাধ্যমে শ্রমিক বা ইউনিয়ন সংগঠন অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করতে পারে।

**ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্পোরেট সাসটেইনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স ডাইরেকটিভ** (CSDDD)

এই নির্দেশিকাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আওতায় থাকা কোম্পানিগুলোর জন্য একটি বাধ্যতামূলক মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স কাঠামো নির্ধারণ করে। যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে বলা হয়েছে যে কোম্পানিগুলোকে আইএল-এর মূল শ্রম মানদণ্ড মেনে চলতে হবে। কোম্পানিকে তার সরবরাহ চেইনে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি চিহ্নিত করতে হবে। এবং শ্রমিক ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। একই সাথে অধিকার লঙ্ঘন হলে ট্রেড ইউনিয়নের অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার শুধুমাত্র একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আইনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশনগুলির মাধ্যমেও তা স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত। বাংলাদেশের সংবিধান ও শ্রম আইন, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-এর কনভেনশনগুলি, বিশেষ করে কনভেনশন নং ৮৭ এবং ৯৮, ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারকে শক্তিশালীভাবে রক্ষা করে। এছাড়াও, *গৃহশ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ*, *অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার* এবং *সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় ট্রেড*

ইউনিয়নের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে।

এই রিসোর্স মেটেরিয়ালটি ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যারা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আইনি কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে আগ্রহী। এর মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং জাতীয় আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং পরিচালনায় তাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। এই রিসোর্স মেটেরিয়ালটি ট্রেড ইউনিয়নগুলির আইনি অধিকারের প্রতি অবগতির গুরুত্ব তুলে ধরে এবং ভবিষ্যতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।

BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স
Office: Razzak Villa (1st & 4th Floor), House # 8/A/KA, Road # 13 (New), Dhanmondi,
Dhaka-1209, Tel.: +88 02 41020280, 02 41020281, 02 41020282
E-mail: bils@citech.net, www.bilsbd.org